গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তবে একথা ঠিক যে বর্তমানে সরকারের ওপর লর্ডসভার কোনও ক্ষমতা নেই, কেননা শাসনবিভাগ তার কাজের জন্য লর্ডসভার কাছে নয়, কমন্সসভার কাছেই দায়িত্বশীল থাকে।

(৩) **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কক্ষ হল ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। বিশ্বের অন্য কোনও দেশের উচ্চ কক্ষকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও লর্ডসভার আরও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। লর্ডসভা কোনও ব্যক্তির গুরুতর অপরাধের বিচার করতে পারে যদি কমন্সসভা এই মর্মে কোনও অভিযোগ করে। আবার লর্ডসভা লর্ড উপাধিসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করে। বিচারপতিদের অপসারণ করার ব্যপারেও লর্ডসভা কমন্সসভার সঙ্গে সমান ক্ষমতাভোগ করে।

(৪) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হিসেবে লর্ডসভা আরও কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন ঃ

(ক) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ডসভা কমন্সসভাকে সাহায্য করতে পারে।

(খ) লর্ডসভার অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যের দ্বারা সুচিন্তিত জনমত গঠনে সাহায্য করেন।

লর্ডসভার উপযোগিতা

লর্ডসভার ভূমিকা ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞরা এই কক্ষটির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। কেউ কেউ লর্ডসভার পক্ষে যুক্তি দেন, আবার কেউ কেউ লর্ডসভার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

লর্ডসভার পক্ষে যুক্তি ঃ

(১) জনগণের কাছে রাজনৈতিক অর্থে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

(২) কমন্সসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলে লর্ডসভা তার দোষত্রুটি সংশোধন করতে পারে।

(৩) লর্ডসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রণীত ও ঘোষিত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ও নির্দেশসমূহ (Statutory Rules and Orders) পর্যলোচনা করে। এর ফলে কমন্সসভার দায়িত্বের বোঝা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়।

(৪) সাধারণভাবে বেশির ভাগ বেসরকারি বিল লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। লর্ডসভার বিভিন্ন কমিটি এই। সব বিল বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে। লর্ডসভার অস্তিত্ব না থাকলে এইসব দায়িত্ব কমন্সসভাকেই গ্রহণ করতে হত।

(৫) লর্ডসভার একটা প্রশাসনিক ভূমিকাও আছে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা কেবলমাত্র কমন্সসভা থেকেই নিযুক্ত হন না, লর্ডসভা থেকেও বিভিন্ন স্তরে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

(৬) লর্ডসভার অনেক সদস্য অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতার ফলে সরকারি নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নিজ নীতি ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারে।

(৭) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা লর্ডসভার অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৮) গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হল লর্ডসভা। এক্ষেত্রেও লর্ডসভা তার নিজের উপযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লর্ডসভার বিপক্ষেও অনেক যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

লর্ডসভার বিপক্ষে যুক্তি ঃ

(১) প্রথমত বলা হয় লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক। লর্ডসভা মূলত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি কক্ষ। গণতন্ত্রের সঙ্গে উত্তরাধিকারের নীতির কোনও সামঞ্জস্য নেই। লর্ডসভার সদস্যদের পারদর্শিতা কোনওভাবেই প্রতিনিধিত্বের সমার্থক নয়।

(২) লর্ডসভা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সেই কারণে কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত যে কোনও প্রগতিশীল পদক্ষেপে লর্ডসভা বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

(৩) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক সংখ্যায় অনুপস্থিতি ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(৪) লর্ডসভা যেহেতু বিত্তশালীদের দুর্গ সেহেতু এই কক্ষ এমন সমস্ত কাজ করে যা জতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৫) কমন্সসভার আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে লর্ডসভারও তেমন দরকার নেই।

(৬) আপীল আদালত হিসেবেও লর্ডসভার অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। কারণ সংস্কার আইনের মাধ্যমে নতুন আদালত গঠন করে সেই আদালতের হাতে সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

লর্ডসভার সংস্কার

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার কোনও গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং যদি থাকে তাহলে এর সংস্কার দরকার কি না এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক দীর্ঘকালের। বামপন্থী দলগুলি এই সভার বিলোপের পক্ষপাতী। মধ্যপন্থীরা সংস্কারের দ্বারা একে কার্যকরী দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে সংগঠিত করতে আগ্রহী। রক্ষণশীল দল একে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী।

বাস্তব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উঠতে থাকে। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৬৯ সালে লর্ড রাসেল-এর প্রস্তাব, ১৮৭৪ সালে লর্ড রোস্‌বেরির প্রস্তাব এবং ১৮৮৮ সালে লর্ড সলবেরির প্রস্তাব। কিন্তু এইসব প্রস্তাবের কোনওটাই গৃহীত হয় নি। এই সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর ১৯০৭ সালে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯০৭ সালের আগে লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই কমিটি লর্ডসভার গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করে এইসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। এর ফলে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব চাপা পড়ে যায়।

১৯০৯ সালে লর্ডসভার সংস্কারের বিষয়ে ল্যান্সডাউন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯১৭ সালে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই ব্রাইস কমিটি একই সঙ্গে নির্বাচন ও মনোনয়নের ভিত্তিতে লর্ডসভা গঠনের সুপারিশ করে। এই কমিটি লর্ডসভার সদস্যদের কার্যকাল ১২ বছর ধার্য করে। প্রতি ৪ বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণের সুপারিশ করে এবং লর্ডসভার কাজকে কমন্সসভার প্রেরিত বিল পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেও এই কমিটির সুপারিশ রক্ষণশীল বা উদারনৈতিক কোনও দল কর্তৃকই সমর্থিত হয়নি।

এরপর ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ 'ব্রাইস কমিটির' সুপারিশের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও সরকারে পতনের ফলে এই প্রস্তাব রূপ পায়নি। একইভাবে ১৯২৫ সালে লর্ড ব্রিকেন্‌হেড-এর প্রস্তাব, ১৯২৮ সালে লর্ড ক্লারেন্‌ডন-এর প্রস্তাব, ১৯৩২ সালে রক্ষণশীল দল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৩ সালে লর্ড সলস্‌বেরি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৪ সালে শ্রমিক দল কর্তৃক লর্ডসভার বিলুপ্তির প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে গেছে। মতৈক্যের অভাবে এইসব প্রস্তাবের কোনওটাই কার্যকর হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক দল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি নিযুক্ত হন, প্রধানমন্ত্রী এটলির সভাপতিত্বে এইসময় একটি সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে লর্ডসভার সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভার পুনর্গঠন ও ক্ষমতা হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে সরকার পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করে। কিন্তু কমন্সসভায় শ্রমিক দলের বামপন্থী গোষ্ঠী ও রক্ষণশীল দলের দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতার জন্য এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৬৯ সালে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভা তুলে দেওয়ার যে দাবি জানানো

হয়েছিল, ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্যের ফলে সেই সময় সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য শ্রমিক দল তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং লর্ডসভার বিলুপ্তির পরিবর্তে সংস্কারসাধনের কর্মসূচী এই দলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

১৯৮২ সাল নাগাদ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে লর্ডসভার সংস্কারের একটি কর্মসূচী উত্থাপন করা হয়। ১৯৯১ সালে ইনস্টিটিউট অব্ পাবলিক পলিসি রিসার্চ এর তরফ থেকে নির্বাচিত দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়। ওই একই সালে ইনিবেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়।

এখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে লর্ডসভার সংস্কারের এইসব প্রস্তাব কার্যকর না হওয়ার কারণ কী? এর মূল কারণ হল ঃ

(১) গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্য লর্ডসভার গঠন ও ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(২) যাঁরা লর্ডসভার সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব ও দ্বিতীয কক্ষ বা অগণতান্ত্রিক কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার স্থায়িত্ব একটি অন্যতম কারণ।

(৩) লর্ডসভার বিলুপ্তির পর কিভাবে এই দ্বিতীয় কক্ষের গঠন ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা হবে সে সম্পর্কে মতৈক্যের অভাবও লর্ডসভার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

অনুশীলনী —১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) লর্ডসভা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ।

(খ) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

(গ) লর্ডসভার গঠন গণতান্ত্রিক।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ (৩/৪টি বাক্যে উত্তর লিখুন)

(ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা কী কী ক্ষমতা ভোগ করে?

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি দিন।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের সপক্ষে তিনটি যুক্তি দিন।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা কিরূপ?

(ঙ) ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত কোন্‌টি?

কমন্সসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম কমন্সসভা। এই কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কক্ষ। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার উদ্ভব ও বিকাশ খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতার খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতার পরিবর্তে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ব্রিটেনের ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালে সংস্কার আইনগুলির (Reform Act) ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হয়। আগে সম্পত্তিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে কমন্সসভার সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৫৮ সালে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত ১৯১৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সালে। ব্রিটেন একাধিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা বাতিল হয় ১৯৪৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৯৬৯ সালের সংশোধন অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি প্রযোজ্য।

কমন্সসভার গঠন

কমন্সসভা হল জনপ্রতিনিধি সভা। ১৯৬৯ সালের সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে এখন ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজা কমন্সসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। ব্রিটেনে বসবাসকারী কমনওয়েলথ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নাগরিকগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিদেশি, উন্মাদ, দেউলিয়া এবং চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নেই। প্রত্যেক ভোটদাতা একটি ভোট দিতে পারেন।

কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৩৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ করা হয়েছে, এই পরিবর্তন ১৯৮৩ সালের নির্বাচন থেকে কার্যকর হয়েছে। কমন্সসভার সদস্যপদ প্রার্থী'কে (১) অন্তত ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে; (২) জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সিদ্ধ ব্রিটিশ প্রজা হতে হবে; (৩) যে কোনও ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সাধারণ আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। ১৯৫৭ সালের কমন্সসভা অযোগ্যতা আইন অনুসারে উন্মাদ, দেউলিয়া, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ফলে দন্ডিত ব্যক্তি, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের যাজক, রোমান ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত, সরকারি কর্মচারী, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের পিয়ারগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। ১৯৬৩ সালের পিয়ারেজ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডসভার সদস্য কোনও ব্যক্তি লর্ড উপাধি পরিত্যাগ করে কমন্সসভার সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ১৭০৫ সালের রাজকর্মচারী আইন অনুসারে অধীনে অর্থকরী পদে নিযুক্ত ব্যক্তি কমন্সসভার সদস্য হতে পারেন না বা থাকতে পারেন না।

কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা অনুসারে সমগ্র দেশকে ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচন এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

১৯১১ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণীত হওযার পর থেকে কমন্সসভার স্বাভাবিক কার্যকাল হল পাঁচ বছর। তবে যুদ্ধ বা কোনও জরুরি অবস্থায় এই কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। আবার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কমন্সসভাকে ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানিকে পরামর্শ দিতে পারেন। দলে ভাঙন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের দরুণ সরকারের স্থিতিশীলতায় আশঙ্কিত হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে জনমত যাচাই-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। ১৯৭৯ সালে শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী জেমস কালাঘান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে বর্তমানে কমন্সসভার অধিবেশন বছরে অন্তত একবার ডাকতেই হয়। তবে জরুরি অবস্থায় বা কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাজা বা রানি।

কমন্সসভার সদস্যদের নানা ধরনের আর্থিক সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা আছে। ১৯৭২ সালের মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারীদের বেতন সম্পর্কিত আইন অনুসারে কমন্সসভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়। সভার প্রত্যেক সদস্য করযোগ্য বাৎসরিক বেতন হিসেবে ৪৫০০ পাউন্ড পান। এছাড়াও প্রত্যেক সদস্য বছরে করমুক্ত ১০৫০ পাউন্ড যাতায়াত, টেলিফোন, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান জনিত ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতার সুবিধা ভোগ করেন।

কমন্সসভায় একজন সভাপতি থাকেন। তাঁকে স্পিকার বলা হয়। স্পিকার বলা হয়। স্পিকার বাদে কমন্সসভার অন্যান্য কর্মচারীরা হলেন একজন ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী, সার্জেন্ট-অ্যার্ট-আর্মস ও তাঁর সহকারীগণ, চ্যাপলেন, স্পিকারের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং লয়েজ এন্ড মিনস্ কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি। স্পিকার চ্যাপলেনকে নিযুক্ত করেন। সভার শুরুতে চ্যাপলেন বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করেন। কমন্সসভার সদস্যরাই কমিটিগুলির সভাপতি ও সহ-সভপতিদের নির্বাচিত করেন। সভাপতিরা কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা করেন। ক্লার্ক এবং সাজেন্ট-অ্যাট-আর্মস ও তাঁদের সহকারীরা রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানি এই নিয়োগকার্য সম্পাদন করেন। সার্জেন্ট-অ্যাট-আমর্স-এর দায়িত্ব হল সভায় শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের ব্যাপারে স্পিকারকে সাহায্য করা। ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী কমন্সসভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন।

কমন্সসভার কার্যাবলী

কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে মোটামুটি নয় ভাগে করা যায় ঃ

(১) **আইন প্রণয়ন ঃ** আইন প্রণয়নই হল কমন্সসভার প্রধান কাজ। কমন্সসভা ব্রিটেন ও তার উপনিবেশগুলির জন্য দরকারি যে কোনও আইন রচনা করতে পারে। তাছাড়া প্রচলিত যে কোনও আইনকে পরিবর্তন বা বাতিল

করতে পারে। আইনত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হল একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এখানে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়। বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ সব বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। কেবল অবিতর্কিত বিলগুলিই লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। কমন্সসভা হ'ল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। তাই গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। অর্থবিল প্রথম কমন্সসভায় পেশ করতে হয়। তা ছাড়া কমন্সসভায় বেসরকারি বিল নিয়েও আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইনের পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভায় তুলনায় কমন্সসভা অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা কমন্সসভা কর্তৃক প্রণীত সাধারণ বিলকে এক বছরের মত বাধা দিতে পারে মাত্র। তারপর লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই রাজা বা রানির স্বাক্ষর সমেত বিলটি আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু বাস্তবে ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মূল কর্তৃত্ব কমন্সসভা থেকে ক্যাবিনেটের হাতে চলে এসেছে।

(২) সরকারি আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ কমন্সসভার আর একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে রানির পূর্বানুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেবে সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব বাজেট প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই বাজেটের মাধ্যমেই সরকারের আর্থিক নীতি প্রতিফলিত হয়। কমন্সসভার অনুমতি ছাড়া সরকার কোনও কর ধার্য, করের হার পরিবর্তন, করবিলোপ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোনও অর্থ ব্যয়ের প্রযোজন হলেও সরকারকে কমন্সসভায় অনুমতি নিতে হয়। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee), বর্তমানে যার নাম ব্যয়কমিটি (The Expenditure Committee), সরকারি হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee), নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General)-এর প্রতিবেদন আলোচনার মাধ্যমেও কমন্সসভা সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বাজেট লর্ডসভা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কেবল একমাস বিলম্বিত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থসংক্রান্ত বিষয়েও ক্যাবিটেনের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা বর্তমান, কমন্সসভার ভূমিকা আনুষ্ঠানিক মাত্র।

(৩) সরকার গঠন ঃ প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রাথমিক কর্তব্য হল সরকার গঠনে সাহায্য করা। কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রচলিত সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার সদস্য হবেন। লর্ডসভায় কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর মন্ত্রীসভার গঠন নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে কমন্সসভার ভূমিকাই প্রধান।

(৪) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ঃ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন।

কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যতদিন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেন মন্ত্রীসভা ততদিন ক্ষমতাসীন থাকেন। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আর্কষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণী করতে পারে।

অনেকের মতে বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যত ক্যাবিনেটই কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সাম্প্রতিককালে সরকার ও কমন্সসভার মধ্যে ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কমন্সসভার সদস্যরা কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

(৫) অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ অর্থবিল প্রথমে কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়। রানির পূর্বসম্মতি নিয়ে সাধারণতঃ অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় অর্থবিল উত্থাপন করেন। কমন্সসভা কর্তৃক অর্থবিল গৃহীত হবার পর ওই বিল লর্ডসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। লর্ডসভা কোনও অর্থবিল প্রত্যাখান করতে পারে না। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করতে পারে বা কোনও সংশোধন সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু ওই সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা কমন্সসভার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। কমন্সসভা কর্তৃক প্রেরিত বিল লর্ডসভা এক মাসের জন্য বিলম্বিত করতে পারে। তাছাড়া কোনও বিল অর্থবিল কি না এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ দেখা দিলে কমন্সসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনও অর্থবিল যখন রানির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় তখন কমন্সসভার স্পিকারকে সার্টিফিকেট দিতে হয় যে, ওই বিল অর্থবিল।

(৬) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা ঃ কমন্সসভা আইন এবং সংবিধান সংশোধনেও অংশগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে লর্ডসভা এবং কমন্সসভার ক্ষমতা সমান। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অত্যন্ত নমনীয়। এখানে সাধরাণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমন্সসভা সাংবিধানিক আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমন্সসভা সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারে। কমন্সসভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে যেভাবে কোনও সাধারণ বিল অনুমোদিত হয়, সেই একইভাবে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

(৭) জনমত গঠন ঃ জনমত গঠনের ব্যাপারে কমন্সসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কমন্সসভা সরকারি নীতি ও মন্ত্রীসভার কাজকর্মের ওপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সভা জনগণকে সরকারের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রাখে এবং সতর্ক করে দেয়। কমন্সসভার বিতর্কের মাধ্যমে জনগণ শাসন ব্যাপারে সরকারি ও সরকার বিরোধী মতামত ও যুক্তিতর্ক জানতে পারে এবং জনমত গঠিত হয়।

(৮) **সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ ঃ** কমন্সসভায় আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলির তথ্য সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌঁছায়। তার ফলে জনসাধারণ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ও তথ্য জানবার সুযোগ পায়।

(৯) **জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ ঃ** কমন্সসভার সদস্যরা নির্বাচকমন্ডলীর মনোভাব কমন্সসভায় ও সরকারের কাছে পেশ করেন। আবার অন্যদিকে সরকারের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করেন। কমন্সসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে কমন্সসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে কমন্সসভা সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভা পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রভাবশালী বিতর্কমঞ্চ এবং একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা সভা। কমন্সসভা সরকারের বিভিন্ন আমলাদের কাজকর্মের সমালোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত ব্রিটিশ কমন্সসভা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তবে বর্তমানে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

অনুশীলনী—২

শূনস্থান পূরণ করুন ঃ

১। ব্রিটিশ কমন্সসভার কার্যকালের মেয়াদ_____বছর।

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের_____কক্ষে অর্থবিল প্রথম উত্থাপিত হয়।

৩। কোনও বিল অর্থবিল কি না সে সম্পর্কে _____এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

৪। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির বর্তমান নাম_____কমিটি।

স্পিকার (অধ্যক্ষ)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার সভাপতিকে স্পিকার বলা হয়। কমন্সসভার সভাপতি হিসেবে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্পিকারের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদার বিন্যাস করা হয়েছে। পূর্বে কমন্সসভার স্পিকার রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং রাজা বা রানির ইচ্ছায় কমন্সসভার কার্য পরিচালনা করতেন। এছাড়াও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারেও স্পীকারের কোনওরকম বাধা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকদিন পর্যন্ত স্পিকারকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় থেকেই স্পিকারের পদটির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি নিরপেক্ষতা বিষয়টি যুক্ত হয়েছে।

কমন্সসভার নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রথম অধিবেশনে সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে সভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজনকে স্পিকার বা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেন। অতীতে কয়েকবার স্পীকারের পদে নির্বাচন হলেও বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই স্পিকার নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও প্রাক্তন স্পিকার পুনরায় স্পিকার পদে নির্বাচিত হতে চাইলে তাঁকে কেন্দ্রে অন্য কোনও প্রার্থী দেওয়া হয় না। কমন্সসভার নির্বাচনে যে কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেই কেন্দ্রে অন্য কোনও প্রার্থী দেওয়া হয় না। কমন্সসভার কার্যকাল ৫ বছর হওয়ার জন্য স্পিকারও ৫ বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন, আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

স্পিকার হলেন কমন্সসভার সভাপতি। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে স্পিকারকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উৎসসমূহ হল সভার স্থায়ী নিয়মাবলী, প্রচলিত প্রথা এবং কতকগুলি লিখিত আইন।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল নিম্নরূপ ঃ

(১) কমন্সসভার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ঃ স্পিকারের অন্যতম প্রধান কাজ হল কমন্সসভার আলোচনা ও বিতর্ক চলাকালীন কোন সদস্য অশালীন মন্তব্য করলে বা আপত্তিকর আলোচনা করলে স্পীকার সেই সদস্যকে কমন্সসভা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি কমন্সসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে মূলতুবি রাখতে পারেন।

(২) কমন্সসভার কাজ পরিচালনা করা ঃ কমন্সসভার কার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব স্পিকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। কোনও বিষয়ের আলোচনায় বা বিতর্কে কোন্ কোন্ সদস্য অংশগ্রহণ করবেন, কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব বৈধ কি না প্রভৃতি বিষয়ে স্পিকারকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে তিনি নিজে বিতর্কে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। তিনি কোনও প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন না। তবে যদি কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(৩) অর্থবিল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ঃ ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনে অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হলেও কোনও বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিলে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(৪) কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা ঃ কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই অধিকার যাতে সদস্যরা ভোগ করতে পারেন সেই ব্যাপারে স্পিকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এবং অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিবেচনার সুযোগ দিতে হয়।

(৫) কমন্সসভা ও রাজশক্তির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা ঃ স্পিকার কমন্সসভার সঙ্গে রাজশক্তির যোগাযোগ

রক্ষার মাধ্যমে হিসেবে কাজ করেন। কমন্সসভার কোনও বক্তব্য রাজা বা রানির কাছে পেশ করার থাকলে, আবার রাজা বা রানির কোনও বক্তব্য কমন্সসভার কাছে উপস্থিত করার থাকলে তা স্পিকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(৬) **কমন্সসভার নিয়মবিধি ব্যাখ্যা করা ঃ** কমন্সসভায় কোনও বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠলে বা কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিয়ে প্রশ্ন উঠলে স্পিকারই এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্পিকারের নির্দেশের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই।

(৭) **বিভাগীয় মন্ত্রীদের সমালোচনা করা ঃ** সদস্যরা কোনও মন্ত্রীর কাছে বিভাগীয় তথ্য ও বক্তব্য দাবি করতে পারেন। সেক্ষত্রে স্পিকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সদস্যদের দাবি অনুসারে তথ্য ও বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য করতে পারেন। আবাব মন্ত্রীদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হলে তিনি কোনও মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সমালোচনা করতে পারেন।

(৮) **অন্যান্য কাজ ঃ** স্পিকার আরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। যেমন—

(ক) কোন্ প্রস্তাব কোন্ কমিটির কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে তা স্পিকার ঠিক করেন।

(খ) কমন্সসভার অধিকার ভঙ্গের জন্য স্পিকার কোনও বহিরাগতকে শাস্তি দিতে পারেন।

(গ) পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পিকার কমন্সসভার প্রতিনিধিত্ব করেন।

(ঘ) বিরোধী নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে স্পিকার তার মীমাংসা করেন।

(ঙ) সরকারি দলের হাত থেকে বিরোধীদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পিকারের।

পরিশেষে বলা যায় যে স্পিকার পদটি ব্রিটেনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাইসির মতানুসারে স্পিকারের পদটিই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সঠিক স্বরূপ যথাযথভাবে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই স্পিকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তবে চুড়ান্ত বিচারে পদাধিকারীর যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর ওপর স্পিকার পদের মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী—৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। _____ _____ স্পিকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২। স্পিকার হলেন কমন্সসভার _____।

লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভা বলতে রাজা বা রানিসহ পার্লমেন্টকে বোঝায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এর উচ্চকক্ষের নাম লর্ডসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম কমন্সসভা। গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে

উভয়কক্ষের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছে। একদিকে যেমন লর্ডসভার ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করা হয়েছে, অন্যদিকে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। উভয় কক্ষের গঠন ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেই জনপ্রতিনিধিমূলক কক্ষ হিসাবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির কারণ অনুধাবন করা যাবে।

(১) **গঠনগত পার্থক্য ঃ** কমন্সসভার সদস্যগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত। ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিক সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। ২১ বছর বয়স্ক নাগরিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। কমন্সসভা হল তত্ত্বগতভাবে সমাজের ব্যাপক অংশের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। অন্যদিকে লর্ডসভা প্রধানত উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধর্মীয় লর্ড এবং ১৯৫৮ সালের পিয়ার আইন অনুযায়ী আজীবন লর্ডসভার সদস্যপদে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। সুতরাং লর্ডসভার গঠনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপোষক।

(২) **কার্যকালগত পার্থক্য ঃ** লর্ডসভা হল একটি স্থায়ী কক্ষ। এই কক্ষের সদস্যরা আজীবন লর্ডসভার সদস্য থাকতে পারেন। জনসাধারণের কাছে এঁদের কোনও দায়দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে কমন্সসভার মেয়াদ পাঁচ বছর। আবার এই পাঁচ বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানি কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারে এবং নতুন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া নির্বচকমন্ডলীর কাছে কমন্সসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইন প্রণীত হওয়ার পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছে। বর্তমানে লর্ডসভা সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে এক বছর এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে ১ মাস বিলম্ব ঘটাতে পারে। ফলে এখন ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কমন্সসভাই ভোগ করে।

(৬) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনে রয়েছে তা মূলত কমন্সসভাই ভোগ করে। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

(৭) অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ঃ অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রেও গ্রেট ব্রিটেনের দুই কক্ষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত কমন্সসভা যেভাবে শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে জনগণের কোনও অভিযোগের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, লর্ডসভার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

(৮) বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভাই হল সংসদের তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। রাজা বা রানির প্রেরিত বাণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক কমন্সসভাতেই অনুষ্ঠিত। অন্যদিকে লর্ডসভায় যেসব বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ হিসেবে কমন্সসভায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় এবং অনেক তথ্য ও সংবাদ প্রকাশিত হয়।